দৈনিক
ইত্তেফাক

07 JAN 2006
৪ ৭

হোমিও চিকিৎসা সম্পর্কিত শিক্ষা কলেজ থেকেই গ্রহণ করুন

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক এক ওষুধের পরিবর্তে অন্য ওষুধ রোগীকে দিতে পারেন না। কোন কোন রোগীর ক্ষেত্রে এমন বিশৃংখলা দেখা যায় যে, বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ সত্ত্বেও পার্থক্য নির্ণয়ের দ্বারা একটিমাত্র ওষুধ নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেয়া কঠিন হয়ে পড়ে। এজন্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদের মধ্যে কেউবা রোগীর পেটের যন্ত্রণার প্রকৃতি ও হ্রাস-বৃদ্ধির ওপর কেউবা চর্মরোগের বৈশিষ্ট্যের ওপর কেউবা মানসিক লক্ষণের ওপর আবার কেউবা মায়াজমের ওপর গুরুত্ব দিয়ে ওষুধ নির্বাচন করেন। এভাবে মূল্যায়ন কখনও সঠিক হয় না। কারণ এ ধরনের মূল্যায়ন ওষুধ নির্বাচনের ক্ষেত্রে রোগী কখনও আরোগ্য হবে না, নয়তো আংশিকভাবে রোগের উপশম হবে মাত্র। তাই রোগীর সমস্ত লক্ষণানুসারে ওষুধ নির্বাচন করতে হবে। সঠিক ওষুধ নির্বাচন করতে হলে সর্বপ্রথমে রোগীর ধাতুগত লক্ষণ, মানসিক লক্ষণ, রোগের লক্ষণ, রোগের প্রাবল্য, হ্রাস-বৃদ্ধি, উগ্রতার সঙ্গে ওষুধের সাদৃশ্য সর্বাপেক্ষা অধিক সেই ওষুধটি সেই রোগের প্রথমত প্রয়োগ করতে হবে। তা উপলব্ধি করা সম্ভব না হলে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হিসেবে রোগীকে পরীক্ষা করে অথবা উত্তমরূপে লক্ষণ সংগ্রহ করে রোগী লিপি তৈরি করা যাবে না।

রোগীর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট ওষুধটি ভিন্ন অন্য ওষুধের বিনিময় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শাস্ত্রে নেই। যে ওষুধটি রোগীর একান্ত প্রয়োজন, যার লক্ষণের সঙ্গে রোগীর লক্ষণের সাদৃশ্য দেখা যায়, তার বিনিময় কী করে সম্ভব? যখন এক ওষুধ অন্য কোনো ওষুধের সমগুণসম্পন্ন হতে পারে না, তখন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসককে অবশ্যই একটিমাত্র ওষুধ নির্বাচন করতে হবে। এইরূপ স্বাতন্ত্রীকরণই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার বিশেষত্ব।

হোমিওপ্যাথিক কলেজের শিক্ষকরা শিক্ষা দিতে আগ্রহী কিন্তু শিক্ষার্থীরা ততোটা আগ্রহী নয়। ফলে চিকিৎসকের সনদপ্রাপ্তির পর রোগীর চিকিৎসা করতে না পেরে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা জগতে থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। তাই দেশের প্রতিটি হোমিওপ্যাথিক কলেজের শিক্ষার্থীদের কাছে অনুরোধ এই যে, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সম্পর্কিত বহুবিধ বিষয়ের শিক্ষা কলেজ থেকেই গ্রহণ করুন। নতুবা চিকিৎসকের সনদপ্রাপ্তির পর রোগী হাতছাড়া হয়ে অন্য চিকিৎসকের কাছে চলে যাবে।

মোহাম্মদ ইফতেখার রহীম (ইফতি),
ফেডারেল হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ, ফার্মগেট, ঢাকা ১২১৫।